যুগান্তর

19 JAN 2007

দিরাইয়ের ৬৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

দিরাই প্রতিনিধি

শিক্ষার আলোবঞ্চিত সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ৬৫টি গ্রামের শিশুরা। এসব গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠশালা স্থাপন করার মতো কেউ এগিয়ে না আসায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোর বিদ্যালয়ে গমনেচ্ছু শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ৬৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় সরকারের সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম মুখথুবড়ে পড়েছে। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে না ওঠায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ে বেড়ে উঠছে অযত্ন-অবহেলায়। যে বয়সে শিশুর বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা, সেই বয়সে তারা বাবা-মাকে প্রতিদিনের কাজের সহযোগিতা করছে। এ কারণে সকাল হলেই এসব গ্রামের পুরুষ-মহিলারা কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এ সময় কোলের ছোট শিশুটির দায়িত্ব নিতে হয় ৬/৭ বছরের শিশুকে। পাশাপাশি বাড়ি পাহারা দেয়ার দায়িত্বও পড়ে তাদের ওপর। সহায়-সম্বলহীন এইসব গ্রামের সদস্যদের সকাল হলেই জীবন সংগ্রামে বেরিয়ে পড়তে হয়। এদিকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস কক্ষের বোর্ডে লেখা রয়েছে— উপজেলার ৬৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষা কর্মকর্তা নিরঞ্জন কুমার রায়ের কাছে জানতে চাইলে তিনি ৬৫টি গ্রামের নাম বলতে পারেননি। তিনি নতুন এসেছেন বলে কিছুই জানেন না।